আসমাউল হুসনা

30-May-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

www.dawateislami.net

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম ইরশাদ করেন: حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাকো না কেনো আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো কারণ তোমাদের দরূদ শরীফ আমার নিকট পৌঁছে যায়।

(মু'জামুল কবীর, ৩/৮২, সংখ্যা: ২৭২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একবার এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করছিলেন, তিনি আল্লাহ পাককে এভাবে আহ্বান করলেন: ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু! তাঁর এই আহ্বান শুনে আবু জাহেল তার অজ্ঞতা ও মূর্খতার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে বললো: মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাবী তো

www.dawateislami.net

হলো এটা যে, সে এক খোদার ইবাদত করে, অথচ এই (মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কালেমা পাঠকারী সাহাবী) দুই খোদা অর্থাৎ এক আল্লাহ আর এক রহমানকে আহ্বান করছে .....!! আবু জাহেলের এই অজ্ঞতা ও মূর্খতার খণ্ডনে আল্লাহ পাক ৯ম পারার সূরা আরাফের ১৮০ নং আয়াত অবতীর্ণ করে ইরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآىِٕهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸۰﴾

(পারা: ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আল্লাহরই রয়েছে বহু উত্তম নাম সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো, এবং ঐসব লোককে বর্জন করো, যারা তাঁর নামসমূহের মধ্যে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায়, এবং তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের ফল পাবে।

মুফাস্সিরীনে কেরামগণ বলেন: আয়াতে করীমার একটি অর্থ হলো ওই সত্তা যাকে ডাকা হয় অর্থাৎ সত্যিকার উপাস্য, প্রকৃত মালিক আল্লাহ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْک একজনই, তবে রহমান, রাহীম, কারীম, গাফফার, সাত্তার ইত্যাদি সেই একই সত্তার অনেকগুলো নাম।

(তাফসীরে মাতুরিদি, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খণ্ড ৫, পৃষ্টা ৯৯)

অতএব, আবু জাহেলের এটা বলা যে, মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁকে মান্যকারী একের অধিক উপাস্যকে ডাকে, তার সুস্পষ্ট মূর্খ্যতা ও প্রকাশ্য অজ্ঞতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আয়াতে করীমায় বর্ণিত তিনটি কথা

হে আশিকানে রাসূল! এখন আমরা যে আয়াতে করীমাটি শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, এই আয়াতে করীমায় তিনটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বর্ণিত হয়েছে: (১) আল্লাহ পাকের বহু আসমাউল হুসনা (অর্থাৎ উত্তম নাম রয়েছে)। (২) মুসলমানদের উচিত যে, আল্লাহ পাককে তাঁর আসমাউল হুসনা দ্বারাই ডাকা। (৩) যে ব্যাক্তি আল্লাহ পাকের নামের ব্যাপারে সত্য থেকে সরে যায় সে কঠিন শাস্তি ও আজাবের উপযুক্ত। আসুন! এই তিনটি কথার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনি:

(১) আল্লাহ পাকের উত্তম নাম হলো “আসমায়ে হুসনা”

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى

(পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত: ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আল্লাহরই রয়েছে বহু উত্তম নাম।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আয়াতের এই অংশের অর্থ হলো, আসমায়ে হুসনা (অর্থাৎ উত্তম নাম) শুধুমাত্র আল্লাহ পাকেরই রয়েছে, আল্লাহ পাক ছাড়া আর যাদের নাম উত্তম তা আল্লাহ পাকের দানক্রমে, তাঁর করুণার মাধ্যমেই উত্তম। অতঃপর এ দ্বারা এটাও প্রমান হয়ে গেলো যে, আল্লাহ পাকের যত নাম রয়েছে তা সবগুলো অতি উত্তম, কোন মন্দ নাম, কোন মন্দ অর্থবিশিষ্ট নাম আল্লাহ পাকের নেই, না হতে পারে। **(তাফসীরে কবীর, পারা ৯, সুরা আরাফ, ১৮০ নং আয়াতের পাদটীকা, খণ্ড ৫, পৃঃ ৪১৪)**

www.dawateislami.net

নিজের ভালো নাম রাখুন .....!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত আয়াতে করীমায় আল্লাহ পাক নিজের উত্তম নাম সমূহকে আসমায়ে হুসনা (অর্থাৎ উত্তম নাম) বলেছেন। এতে আমাদের শেখার একটি মাদানী ফুল হলো, আমরাও যেন আমাদের, আমাদের সন্তানদের ভালো ভালো, সুন্দর ও চমৎকার নাম রাখি। আল্লামা ইবনে আরবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তোমরা এটা জেনে নিয়েছো যে, আল্লাহ পাকের উত্তম নাম গুলো সুন্দর, তবে এখন তোমরাও তোমাদের নাম সুন্দর ও উত্তম রাখো। **(আল আসনা ফি শরহে আসমাইল হুসনা ও সিফাতিহি, পৃঃ ৪৯)**

আর এটা কিভাবে হবে? আমরা আমাদের, আমাদের সন্তানদের ভালো নাম কিভাবে রাখবো? আল্লামা ইবনে আরবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা এভাবে হবে যে, তোমরা তোমাদের ও তোমাদের সনন্তানদের নাম আম্বীয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ও আউলিয়া কেরামগণের নামানুসারে রাখো।

(আল আসনা ফি শরহে আসমাইল হুসনা ও সিফাতিহি, পৃঃ ৪৯)

হাদীসে পাকে রয়েছে: আম্বীয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام গণের নামানুসারে নাম রাখো এবং নিশ্চয় আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমান আল্লাহ পাকের নিকট খুবই পছন্দনীয়। **(আবু দাউদ, পৃঃ ৭৭৫, হাদিসঃ ৪৯৫০)**

মুহাম্মদ নাম রাখার ফযীলত

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! নিয়্যত করুন, মন মানসিকতা তৈরী করুন বরং এই অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, যখনি কারো নাম রাখার সুযোগ হয় তখন শুধুমাত্র সম্পর্ক যুক্ত নামই রাখুন। আব্দুর রহমান নাম রাখুন, আব্দুল্লাহ নাম রাখুন, আহমদ নাম রাখুন, মুহাম্মদ নাম রাখুন, এমনিভাবে অন্যান্য আম্বীয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان,

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কেরামগণের নামানুসারে নাম রাখুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকত নসীব হবে, সৌভাগ্যক্রমে যদি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় নামানুসারে নাম রাখা হয় তবে কতইনা মর্যাদাপূর্ণ হবে। ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ নামক এক ব্যাক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে বলবেন: হে বান্দা! তোমার নাম আমার মাহবুবের নামানুসারে, এতদসত্বেও তুমি গুনাহ করেছিলে, তোমার কি লজ্জা হয়নি? এটা শুনে ওই ব্যাক্তি লজ্জায় মাথা ঝুকিয়ে নিবে এবং নিজের কৃত গোনাহের কথা স্বীকার করে বলবে: হে আল্লাহ পাক! আমি গুনাহ করেছি। এবার আল্লাহ পাক জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে বলবেন: হে জিব্রাইল! আমার এই বান্দার হাত ধরো এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও কারণ মুহাম্মদ নামক ব্যাক্তিকে আজাব দিতে আমার লজ্জা হয়। **(আল আসনা ফি শরহি আসমাইল হুসনা ও সিফাতিহি, পৃঃ ৫০-৫১)**

(২) আল্লাহ পাককে আসমায়ে হুসনা দ্বারা ডাকো!

হে আশেকানে রাসূল! আসমায়ে হুসনার আয়াত যা শুরুতে আমরা শোনেছিলাম, এতে আসমায়ে হুসনার উল্লেখ করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَادْعُوْهُ بِهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকো।

আল্লাহ পাককে আসমায়ে হুসনা দ্বারা ডাকো!!!

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আল্লাহ পাককে তাঁর মধুর মধুর, সুন্দর সুন্দর আসমায়ে হুসনা দ্বারা ডাকুন ✲ যখনি দোয়া করবেন তখন আসমায়ে হুসনা দ্বারা আল্লাহ পাককে ডাকবেন ✲ ইয়া আল্লাহ বলুন

www.dawateislami.net

✲ ইয়া রাহমান বলুন ✲ ইয়া রহীম! ইয়া করীম! ইয়া গাফফার! ইয়া সাত্তার বলুন ✲ এমনিভাবে আল্লাহ পাকের যিকির করার সময় আসমায়ে হুসনা দ্বারাই আল্লাহ পাকের যিকির করুন ✲ কথা বলার সময় আল্লাহ পাকের আলোচনা হলে তখনো আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের আলোচনা করুন, আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাক রহমান, রহীম, জাওয়াদ, করীম, হালীম, গাফুর, মাজীদ, সাত্তার, রায্যাক। এসব হলো আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনা, সুতরাং পরস্পর যখন কথাবার্তা হয় তখনো পূর্ণ আদব সহকারে আল্লাহ পাকের যিকির করুন, যেমন এভাবে বলুন আল্লাহ রাহমানুর রহীম বলেছেন ✲ আমি গাফফার ও সাত্তারের বান্দা ✲ আল্লাহ পাক তাওওয়াব অনেক তাওবা কবুল করেন। মোটকথা; আল্লাহ পাককে যখনি ডাকা হয়, আল্লাহ পাকের যিকির করা হয় তখন তাঁকে আসমায়ে হুসনা দ্বারা ডাকুন এবং যিকির করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসমায়ে হুসনার বরকতে দোয়া কবুল হয়

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনা দ্বারা যে দোয়াই করা হয় তা কবুল হয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: আল্লাহ পাকের শেষ নবী রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাকের ৯৯ টি নাম রয়েছে, যে ব্যাক্তি সেগুলোর মাধ্যমে দোয়া করবে আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন। **(জামে সগীর, পৃঃ ১৪৩, হাদিসঃ ২৩৭০)**

www.dawateislami.net

সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আসমায়ে হুসনার মাধ্যমে দোয়া করেছেন

উম্মুল মুমিনীন বিবি আয়েশা সিদ্দিকা তায়্যিবাহ তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি বারেগাহে রেসালতে আরজ করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে আল্লাহ পাকের সেই বরকতময় নাম শিখিয়ে দিন যেই নামের মাধ্যমে দোয়া করলে আল্লাহ পাক কবুল করেন। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন (আয়েশা) দাড়িয়ে যাও, অযু করো, দুই রাকাত নামায পড়ো এরপর দোয়া করো, আমি শুনবো (যে কিভাবে দোয়া করো) সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি এমনটাই করলাম (অর্থাৎ অযু করলাম এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলাম) এরপর যখন দোয়া করার জন্য বসলাম তখন প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, اَللّٰھُمَّ وَفِّقۡھَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আয়েশাকে সঠিক দোয়া করার তৌফিক দান করো। উম্মুল মুমিনীন বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি এভাবে দোয়া করলাম:

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَسۡاَلُکَ بِجَمِیۡعِ اَسۡمَآئِکَ الۡحُسۡنٰی کُلِّھَا, مَا عَلِمۡنَا مِنۡھَا وَمَا لَمۡ نَعۡلَمۡ, وَاَسۡاَلُکَ بِاسۡمِکَ الۡعَظِیۡمِ الۡاَعۡظَمِ, الۡکَبِیۡرِ الۡاَکۡبَرِ, وَالَّذِیۡ مَنۡ دَعَاکَ بِہٖ اَجَبۡتَہٗ, وَمَنۡ سَاَلَکَ بِہٖ اَعۡطَیۡتَہٗ

অর্থাৎ: হে আল্লাহ পাক তোমার যতো আসমায়ে হুসনা আমি জানি আর যা আমি জানিনা ওই সকল আসমায়ে হুসানার উসীলায় দোয়া করছি এবং তোমার ঐ ইসমে আযম, ইসমে আকবর এর মাধ্যমে দোয়া করছি যে নামের মাধ্যমে দোয়া করলে তুমি কবুল করো এবং তোমার কাছে চাইলে তুমি দান করো।

www.dawateislami.net

উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا 'র এই সুন্দর দোয়া শুনে আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَصَبۡتِہٖ اَصَبۡتِہٖ অর্থাৎ: হে আয়েশা! তুমি সঠিক দোয়াই করেছো।

(আল আসমা ওয়াস সিফাত, পৃঃ ১৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

চতুর্থ আসমানের ফেরেস্তা সাহায্য করলো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এক সাহাবী খুবই মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন, তিনি ব্যবসা করতেন এবং তাঁর ব্যবসায়িক মাল বেচাকেনার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশ, এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যেতেন, একবার তিনি ব্যবসায়িক মাল নিয়ে সফরে রওনা হলেন, যখন বনে পৌঁছলেন তখন হঠাৎ লৌহ বর্ম পরিহিত এবং হাতিয়ার (তলোওয়ার ইত্যাদি) নিয়ে এক ডাকাত সামনে এলো আর সে তাঁকে পথ রুদ্ধ করে বললো: তোমার সকল সম্পদ আমাকে দিয়ে দাও এবং মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এটা শুনে ঐ সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তোমার সম্পদ প্রয়োজন, আমার সকল সম্পদ নিয়ে নাও আর আমাকে যেতে দাও, আমাকে হত্যা করে তোমার কি লাভ হবে? ডাকাত বললো: আমিতো তোমার সম্পদ নেবোই কিন্তু তোমাকেও অবশ্যই হত্যা করবো। এতটুকু বলার পর যখন ওই ডাকাত হামলা করতে সামনে অগ্রসর হলো তখন সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: যদি তুমি আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা করেই থাকো তবে আমাকে একটু সময় দাও যাতে আমি আমার রব্বে করীমের দরবারে সিজদা করতে পারি। ডাকাত বললো, যা করার

www.dawateislami.net

তাড়াতাড়ি করো, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করবো। এবার সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অযু করলেন চার রাকাত নামায পড়লেন এরপর সিজদাবনত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে এইভাবে দোয়া করলেন:

يَا وَدُوۡدُ! يَا ذَاالۡعَرۡشِ الۡمَجِيۡدِ! يَا فَعَّالُ لِّمَا يُرِيۡدُ! اَسۡئَلُکَ بِعِزِّکَ الَّذِیۡ لَا يُرَامُ وَمُلۡکِ الَّذِیۡ لَا يُضَامُ ، بِنُوۡرِکَ الَّذِیۡ مَلَأَ اَرۡکَانَ عَرۡشِکَ اَنۡ تَکۡفِيَنِیۡ شَرَّ هٰذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيۡثُ اَغِثۡنِیۡ! يَا مُغِيۡثُ اَغِثۡنِیۡ! يَا مُغِيۡثُ اَغِثۡنِیۡ!

অর্থাৎ হে ওয়াদুদ! হে আরশে মাজীদের মালিক! হে ওই সত্তা, সদা সর্বদা যা ইচ্ছা তাই সম্পাদনকারী, তোমার সম্মান যেটার কোন সীমা নেই, আমি তোমার ওই সম্মানের দোহাই দিচ্ছি, হে এমন সাম্রাজ্যের মালিক! যার উপর কেউ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না, ওই নূর যেটার দ্বারা তোমার আরশ আলোকিত, আমি তোমাকে ওই নুরের দোহাই দিচ্ছি, হে আমার পাক পরওয়ারদেগার! আমাকে এই ডাকাতের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করো। হে সাহায্যকারী, আমাকে সাহায্য করো, হে সাহায্যকারী, আমাকে সাহায্য করো, হে সাহায্যকারী, আমাকে সাহায্য করো। সাহাবীয়ে রাসূল খুবই একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করে তিনবার এইভাবে দোয়া করলেন, এখনো তিনি দোয়া থেকে পৃথক হননি হঠাৎ একব্যাক্তি ঘোড়ার উপর আরোহী হয়ে হাতে বল্লম নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং এক আঘাতেই ডাকাতকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর ওই ঘোড়ার আরোহী ব্যাক্তি সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট আসলেন। সাহাবীয়ে রাসূল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওই আগন্তুক ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে মহান ব্যাক্তি! আজ এই মুছিবতে তুমি আমাকে সাহায্য করেছো, তুমি কে? আরোহী বললেন, আমি আল্লাহ পাকের ফেরেস্তাদের মধ্যে হতে একজন ফেরেস্তা, আর চতুর্থ আসমান থেকে আপনাকে সাহায্য করার জন্য এসেছি। জান্নাতি সাহাবী

www.dawateislami.net

হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যাক্তি অযু করে চার রাকাত নামায পড়ে এই বাক্যগুলির মাধ্যমে দোয়া করবে যেই বাক্য গুলো দ্বারা সেই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দোয়া করেছেন তার দোয়া কবুল করা হবে।

(মাওসুআ'তুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, খণ্ড:২, পৃঃ ৩২২-৩২৩, হাদিসঃ ২৩)

হে আশেকানে রাসূল! সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان গণের সুউচ্চ মর্যাদা দেখুন যে, ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আসমায়ে হুসনা দ্বারা দোয়া করেছেন তো চতুর্থ আসমানের ফেরেস্তা তাঁর সাহায্যের জন্য চলে আসলো- سُبۡحٰنَ اللّٰہ! سُبۡحٰنَ اللّٰہ।

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আমাদেরও এই অভ্যাস গড়া উচিত যে, যখনই কোন বিপদ-আপদ, দুশ্চিন্তা, অভাব অনটন, অসুস্থতা, ঋণগ্রস্থতা হোক তখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে যান, তাঁর প্রিয় প্রিয় আসমায়ে হুসনার মাধ্যমে দোয়া করুন, اِنۡ شَآءَ اللّٰہ আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরের বাসনার প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করবেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আসমায়ে হুসনার বরকত

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আসমায়ে হুসনার বরকতে দোয়া কবুল হয় তেমনিভাবে আসমায়ে হুসনার আরো অনেক বরকত রয়েছে। বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদ আপদ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আসমায়ে হুসনার ওয়াজিফাও করা হয়। শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযভী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর খুবই সুন্দর কিতাব "মাদানী পাঞ্জেসূরা" এর ২৪৬-২৫৯ পৃষ্টায় ৯৯ আসমায়ে হুসনার সহজ ও সংক্ষিপ্ত ওয়াজিফা উল্লেখ

www.dawateislami.net

রয়েছে, যেমন ✸ যে ব্যাক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার يَا اللهُ পাঠ করবে তার বাতিন প্রশস্ত হয়ে যাবে ✸ যে ব্যাক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৭বার هُوَ اللهُ الرَّحِيْم পাঠ করে নিবে সে শয়তানের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে ✸ যে গরীব ব্যাক্তি প্রতিদিন يَا مَلِكُ পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله অভাব থেকে মুক্তি পাবে ✸ يَاسَلَامُ ১১১ বার পাঠ করে রোগীর উপর ফুঁক দিলে اِنْ شَآءَ الله আরোগ্য লাভ করবে ✸ يَا مُهَيْمِنُ ২৯ বার প্রতিদিন পাঠকারী সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে اِنْ شَآءَ الله নিরাপদ থাকবে ✸ يَاوَهَّابُ যে প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করবে তার প্রত্যেক দোয়া কবুল হবে। এই ধরনের সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত ৯৯ রুহানী চিকিৎসা মাদানী পাঞ্জেসূরায় লিখা রয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী পাঞ্জেসূরা সংগ্রহ করুন, ঘরে রাখুন, সেটা পড়ুন এবং বরকত হাসিল করুন, আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

৩: আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে সত্য থেকে সীমালংঘন কারী

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! পারা ৯, সূরা আরাফে আসমায়ে হুসনা সংক্রান্ত আয়াতে করীমা যা আমরা শুরুতে শুনেছি, ওই আয়াতে করীমায় আমাদের দ্বিতীয় হুকুম এটা দেওয়া হয়েছে।

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآىِٕهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত: ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ওই সব লোককে বর্জন করো, যারা তাঁর নাম সমূহের মধ্যে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায়, এবং তারা শিঘ্রই তাদের কৃত কর্মের ফল পাবে।

www.dawateislami.net

আয়াতে করীমার এই অংশের একটা উদ্দেশ্য এটা যে, ওই সকল লোক যারা আল্লাহ পাকের নামের ব্যাপারে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায় তাদের সাদৃশ্যতা করো না, তাদের থেকে দূরে থাকো, শীঘ্রই আল্লাহ পাক তাদেরকে এর জন্য শাস্তি দিবেন।

(তাফসীরে বায়যাবি, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খন্ড ৪, পৃঃ ৩৩৬)

আল্লাহ পাকের নাম সমূহকে ইলহাদ কী?

হে আশেকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের ভালো ভালো পবিত্র নাম সমূহের ব্যাপারে ইলহাদ অর্থাৎ সত্যের সীমা থেকে দূরে সরার অনেক দিক রয়েছে যেমন: আল্লাহ পাকের শানে এমন শব্দ ব্যবহার করা যা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার উপযুক্ত নয় যেমন: কতিপয় অমুসলিম আল্লাহ পাককে আল্লাহর পানাহ! اَبْ (অর্থাৎ পিতা) বলে, এটা আসমায়ে হুসনার মাঝে ইলহাদ ★ এমনিভাবে এমন শব্দাবলি যেগুলোর ভালো অর্থও রয়েছে এবং খারাপ অর্থও রয়েছে, আল্লাহ পাকের শানে এই ধরনের শব্দাবলি ব্যবহার করা নিষেধ, উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ পাককে شَافِي (আরোগ্য দানকারী) বলা যাবে তবে طبیب বলা যাবে না طبیب পেশাদার ডাক্তারকে বলা হয়। অনেক লোক আল্লাহ মিঞা বলে থাকে, মিঞা শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে, এর একটি অর্থ হলো স্বামী, এই কারণে আল্লাহ পাককে আল্লাহ মিঞা বলা সঠিক নয়। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খন্ড ৯ পৃঃ ৩৮৮)** ★ তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: আল্লাহ পাকের ওই সকল পবিত্র নাম যা আল্লাহ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট, ওই মোবারক নাম সমূহ মাখলুখের জন্য ব্যবহার করাটাও আল্লাহ পাকের নামের মাঝে ইলহাদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত, যেমন- কারো নাম রহমান, কুদ্দুস, কাদীর ইত্যাদি রাখা।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৮১)

www.dawateislami.net

আজকাল সমাজে নাম রাখা ও অপরকে ডাকার ক্ষেত্রে খুবই অসতর্কতা বেড়েই চলছে। কতিপয় মূর্খ্য ইলমে দ্বীনের স্বল্পতার কারণে নিজের বাচ্চাদের নাম "রহমান "রেখে দেয় এটা সঠিক নয়, এর স্থলে নাম রাখা উচিত "আব্দুর রহমান" এমনিভাবে এই ব্যাধিও খুবই ব্যাপক যে, যার নাম যেমন আব্দুর রহমান, তাকে শুধুমাত্র রহমান বলেই ডাকা হয় আব্দ বাদ দিয়ে দেয়। এটা হারাম এটা থেকে বাচা আবশ্যক।

(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৮১)

সর্বদা মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের সকল নাম تَوقِيفِي অর্থাৎ যে পবিত্র নাম সমূহ কোরআনে করীমে এসে গেছে, হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে, আল্লাহ পাককে ওই সকল নাম সমূহ দ্বারা ডাকা যাবে, কেউই নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের কোন নাম রাখতে পারবে না। **(তাফসীরে নঈমী, পারা ৯, সুরা আরাফ, আয়াত ১৮০, খণ্ড ৯, পৃঃ ৩৮৮)**

আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমে দ্বীন শিখার এবং এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

৯৯ আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করার ফযীলত

বুখারী শরীফের হাদীস, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّ تِسْعِيْنَ اَسْمَآءً مِئَةً غَيْرَ وَاحِدٍ مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ: নিশ্চয় আল্লাহ পাকের ৯৯ অর্থাৎ এক কম ১০০টি নাম রয়েছে, যে ব্যাক্তি সেগুলো মুখস্ত করে নিলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(বুখারী, পৃঃ ৭১০, হাদীসঃ ২৭৩৬)**

ওলামায়ে কেরামগন বলেন: আল্লাহ পাকের সর্বমোট আসমায়ে হুসনা ৯৯টি নয়, সেগুলো তো অসংখ্য, উপরোক্ত হাদীসে পাকে আল্লাহ পাকের সেই ৯৯ আসমায়ে হুসনার উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো মুখস্ত করে নেওয়াটা জান্নাতি হওয়ার মাধ্যম। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ

www.dawateislami.net

ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাক প্রসঙ্গে বলেন, যে মুসলমান এই (৯৯) নাম মুখস্ত করবে আর প্রতিদিন তা পাঠ করবে اِنۡ شَآءَ الله সে প্রথমেই জান্নাতে চলে যাবে। **(বুখারী, পৃঃ ৭১০, হাদীসঃ ২৭৩৬)**

سُبۡحٰنَ الله কতইনা চমৎকার ফযীলত....!!! কোরআনুল কারিমের প্রায় প্রত্যেকটি কপির শুরুতে সচরাচর আল্লাহ পাকের ৯৯ নাম লিখা থাকে, সেখান থেকে দেখে মুখস্ত করা যেতে পারে, যদি আমরা প্রতিদিন ১০টি আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করে নেই তবে শুধুমাত্র ১০দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ মুখস্ত হয়ে যাবে আর যদি আল্লাহ পাক চান তবে এর বরকতে اِنۡ شَآءَ الله জান্নাতে প্রবেশ নসীব হবে।

আসমায়ে হুসনা মারিফতে ইলাহীর মাধ্যম

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের প্রিয় প্রিয় মোবারক আসমায়ে হুসনার বরকত সমুহের মধ্যে হতে একটি বরকত এটাও যে, আসমায়ে হুসনা আল্লাহ পাকের মারিফত (অর্থাৎ পরিচিতি) লাভ করার মাধ্যম। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এই দুনিয়াতে মাখলুখের জন্য আল্লাহ পাকের মারিফত অর্জন করার একটাই রাস্তা আর তা হলো বান্দা আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনা এবং সিফাতের মারিফত হাসিল করবে। **(আল মাকসাদুল আসনা, পৃঃ ৫৩)** বরং ওলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাক যেই বান্দাকে নিজের বেলায়তের জন্য নির্বাচন করেন এবং তাকে ইলমে লাদুন্নি দান করার ইচ্ছাপোষণ করেন তাকে সর্ব প্রথম ৯৯ আসমায়ে হুসনার ইলম দেওয়া হয়। **(আল আসনা ফি শরহে আসমায়িল হুসনা, পৃঃ৮০)** ইমাম আবু কাসেম কুশাইরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যে বান্দা আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মারিফত অর্জন করে নেয় আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তার নাম উজ্জ্বল করে দেন। **(শরহে আসমায়িল্লাহিল হুসনা, পৃঃ ২২)** হায়! আমাদেরও যদি আল্লাহ পাকের পবিত্র আসমায়ে হুসনার মারিফত নসীব হয়ে যেতো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

২টি আসমায়ে হুসনার ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আসুন! আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মধ্যে থেকে দুটি পবিত্র নামের ব্যাখ্যা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

আল্লাহ পাকের একটি পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ

আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মধ্যে থেকে একটি পবিত্র নাম হলো: اَلْحَكِيْمُ এর অর্থ হলো ঐ পবিত্র সত্তা যার প্রত্যেক বাণী, প্রত্যেক কাজ হিকমত সম্পন্ন। **(আল আসমাউ ওয়াস সিফাত লিল বায়হাকি, পৃঃ ৩২)** আল্লাহ পাকের এই পবিত্র নামের মাধ্যমে জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের প্রতিটি কাজে হাজারো হিকমত রয়েছে ✦ আল্লাহ পাক আসমানকে উঁচু রেখেছেন ✦ জমীনকে পায়ের নিচে বিছিয়েছেন এটা তাঁর হিকমত ✦ সূর্যকে উত্তপ্ত রেখেছেন ✦ চাঁদের আলোকে শীতল রেখেছেন এটা তাঁর হিকমত ✦ রাতকে অন্ধকার করেন ✦ দিনকে আলোকিত করেন ✦ কাউকে ধনী বানিয়েছেন ✦ কাউকে গরীব রেখেছেন ✦ কেউ সুস্থ ✦ কেউ অসুস্থ ✦ কাউকে ১০০ বছর আয়ু দিয়েছেন ✦ কেউকে ভরা যৌবনে মৃত্যুবরণ করেছে ✦ কাউকে পুত্র সন্তান দান করেছেন ✦ কাউকে শুধুমাত্র কন্যা সন্তান দান করেছেন ✦ কাউকে একেবারে নিঃসন্তান রেখেছেন। এগুলো সব তাঁর হিকমত, অতএব, আল্লাহ পাকের এই পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ এর মারিফত হলো এটাই যে, বান্দা অন্তরে এই কথা বিশ্বাস রাখবে যে,

www.dawateislami.net

আমার বুঝে আসুক বা না আসুক অবশ্যই আল্লাহ পাকের প্রতিটি কাজে হাজারো হিকমত রয়েছে।

আল্লাহ পাক যা করেন ভালোই করেন

মাকতাবাতুল মদীনার ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "উয়ুনুল হিকায়াত" (১ম অংশ) ১৮৭ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ আল্লাহ পাকের একজন নেককার বান্দা কোন এক বনের বস্তিতে বাস করতো, তার কাছে একটি মুরগী, একটি গাধা এবং একটি কুকুর ছিলো। মুরগী সকালে নামাযের জন্য জাগাতো, গাধায় করে সে পানি ও অন্যান্য জিনিস বোঝাই করে নিয়ে আসতো আর কুকুর তার ঘর ও আসবাবপত্রের দেখাশোন করতো। একদিন মুরগীটি শিয়ালে খেয়ে ফেললো। ঘরের লোকেরা এই ক্ষতিতে ব্যাথিত হলো কিন্তু ওই নেককার ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করলো আর বললো: আল্লাহ যা করেন ভালোই করেন। কিছুদিন পর বাঘ গাধাকে খেয়ে ফেললো। পরিবারের সবাই চিন্তিত হলো কিন্তু ওই নেককার লোকটি এটাই বললো: আল্লাহ যা করেন ভালোই করেন। অতঃপর কিছুদিন পর কুকুরটি অসুস্থ হয়ে মারা গেলো। এতেও ওই নেককার লোকটি একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করলো আল্লাহ যা করেন ভালোই করেন। কিছুদিন পর হঠাৎ শত্রুরা বনের ওই বস্তিতে রাতে হামলা করলো এবং চতুষ্পদ প্রাণীর আওয়াজ শুনে শুনে ঘরের ঠিকানা সনাক্ত করলো আর মাল ও আসবাবপত্র সহ ঘরের সকল সদস্যদের বন্দি করে নিয়ে গেলো। ওই নেককার লোকের ঘরে তো কোন চতুষ্পদ প্রাণী ছিলো না যেগুলো আওয়াজ করবে। তাই শত্রুরা অন্ধকারে তার ঘর ছিনতেই পারলো না আর এইভাবে সে হঠাৎ আসন্ন বিপদ থেকে বেঁচে গেলো। বুঝা গেলো! আল্লাহ পাকের প্রতিটি

www.dawateislami.net

কাজে হিকমত রয়েছে, হ্যা! আমরা কোন হিকমত বুঝতে না পারাটা এটা আমাদের স্বল্প জ্ঞানের ত্রুটি। যাই হোক! আল্লাহ পাকের কাজে কেমন কেমন হিকমত রয়েছে তা আমরা আমাদের স্বল্প জ্ঞানের মাধ্যমে বুঝতে পারবো না। আমাদের উচিত যে, ব্যাস! আল্লাহ পাককে اَلْحَكِيْمُ মানা আর এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ পাক আমলের তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ এর মারিফতের উপকারিতা

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপর দয়া করুন। আজকাল ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব বেড়েই চলছে ✸ মানুষ শোকরিয়া আদায় করেনা ✸ অনবরত দুঃখ যন্ত্রণা, বিপদ আপদ আসলে আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ পাকের ব্যাপারে অভিযোগ করে ✸ নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ✸ কিছু মূর্খ তো আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ পাকের প্রতি আপত্তি করে বসে অথচ আপত্তি করাটা কুফরী। আল্লাহ পাকের প্রতি আপত্তি করার কারণে বান্দা ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায় ✸ এমনিভাবে কিছু বিবেকহীন এমনও রয়েছে যারা নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর পানাহ! আল্লাহ পাককে পরামর্শ দেওয়ার দুঃসাহস করে বসে যেমনঃ আল্লাহ পাক এটা কেন করলেন? এই জিনিসটা এরকম নয় এই ধরনের হওয়া উচিত ছিলো ইত্যাদি ইত্যাদি اَسْتَغْفِرُ الله ! اَسْتَغْفِرُ الله ! **হে আশেকানে রাসূল!** একটু ভাবুন! কেমন মূর্খতা ....! ওলামায়ে কেরাম বলেন: আল্লাহ পাকের প্রতি আপত্তি করে এটা বলা যে, আল্লাহ পাক ফজরের নামায খুব তাড়াতাড়ি করে দিয়েছেন এটাও কুফরী বাক্য।

(কুফরী কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ১৪১)

www.dawateislami.net

হায়! লোকেরা অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে, মুখ চলে, এবং চলতেই থাকে। মুখ থেকে অভিযোগ বের হয়, গালি বের হয়, কুফরী বাক্য বের হয় কোন খবর থাকে না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলের ঈমান হিফাজত করুন।

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! যদি আমরা আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ কে বুঝি এর অর্থ ও সারমর্মকে অন্তরে বসিয়ে নেই, এর ব্যাপারে গভীর চিন্তাভাবনা করতে থাকি اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে আল্লাহ পাকের প্রতি আপত্তি করা থেকে বেঁচে যাবো। যখন মানসিকতা এরুপ হবে যে, আল্লাহ পাক যা করেন এর মধ্যে হাজারো হিকমত রয়েছে তাহলে স্পষ্ট যে, তখন মানুষ অভিযোগ কেনো করবে। এমনিভাবে যদি আমরা আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ কে বুঝে নিই, সেটাকে অন্তরে বসিয়ে নেই এবং এর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে চিন্তা ভাবনা করতে থাকি তবে আমাদের জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন- ✸ পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ এর মারিফতের বরকতে ধৈর্যধারণ করাটা সহজ হবে, কোনো পেরেশানি আসুক, বিপদ আসুক, দুঃখ যন্ত্রণা, চিন্তা, অসুস্থতা, ঋণগ্রস্ততা, অভাব অনটন আসুক তখন মানসিকতা তৈরী করুন যে, আল্লাহ পাক হাকিম। অবশ্যই এই পেরেশানি, বিপদ আপদ, দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদিতে কোনো হিকমত রয়েছে ✸ গরীব লোক কোন ধনী লোককে দেখলে হীনমন্যতার স্বীকার হবেন না বরং মানসিকতা তৈরী করুন যে, আল্লাহ পাক তাকে ধনী করেছেন আমাকে গরীব বানিয়েছেন নিশ্চয় এতে কোন হিকমত রয়েছে ✸ ধনী লোক গরীব লোককে দেখলে যেনো অহংকার না করে বরং বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ পাক আমাকে ধন সম্পদ দান করেছেন তাকে গরীব রেখেছেন নিশ্চয় এতে কোন হিকমত রয়েছে ✸ যিনি নিঃসন্তান তিনি

www.dawateislami.net

পেরেশান হবেন না, আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ এর উপর বিশ্বাস রাখুন ★ যে পরিশ্রম করা সত্তেও পরীক্ষায় ফেল করলো সে যেনো আত্মহত্যার পথ বেঁচে না নেয়, আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ এর উপর বিশ্বাস রাখুন। এমনিভাবে যদি আমরা এই পবিত্র নাম اَلْحَكِيْمُ কে বুঝে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে এর বরকতে আমাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ঈমানের স্বাদ নসিব করুন, দ্বীনি জ্ঞানের নেয়ামত দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْغَنِيُّ

আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মধ্যে এক পবিত্র নাম: اَلْغَنِيُّ। এর অর্থ হলো অমুখাপেক্ষী। যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। **(আল মাকসাদুল আসনা, পৃঃ ১২৮)** আল্লাহ পাকের এই পবিত্র নাম اَلْغَنِيُّ এর মাধ্যমে জানা গেলো যে, আল্লাহ হলেন সেই পবিত্র সত্তা যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী কিন্ত তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ পাককে মুখাপেক্ষী বলা কুফরী

আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব, আমাদের এখানে কিছু মূর্খ আল্লাহ পাকের প্রতি মুখাপেক্ষীতার সম্পর্ক করে থাকে। যেমন- কোনো নেককার লোকের ইন্তেকাল হলে তখন বলে: নেককার লোকদেরও আল্লাহ পাকের প্রয়োজন হয় ★ ছোট শিশু মারা গেলে তখন কতিপয় সমবেদনাকারী বলে দেয় যে, আপনার ফুলের মতো শিশুর হয়তো আল্লাহর প্রয়োজন ছিল। **(কুফরি কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০)**

www.dawateislami.net

এমনিভাবে আরো কুফরি বাক্য বলে থাকে। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাককে মুখাপেক্ষী বলা কুফরী। আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنۡتُمُ الۡفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الۡغَنِىُّ الۡحَمِيۡدُ ﴿۱۵﴾

(পারা ২২, সুরা ফাতির, আয়াত: ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মানবকুল তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী আর আল্লাহই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী......!!

হে আশেকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের এই পবিত্র নাম اَلْغَنِىُّ এর ব্যাপারে ভাবুন, এর অর্থ ও সারমর্ম অন্তরে বসিয়ে নিন! আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী ★ এখন আত্মগৌরবকারীরা ভাবুন ★ যারা নিজের জ্ঞানের উপর গর্ব করে ★ যারা নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার উপর গর্ব করে ★ যারা নিজের নেকীর উপর দম্ভ করে, আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতাকে ভুলে যাওয়া ব্যাক্তিরা ভাবুন ★ যারা ধন সম্পদের উপর গর্ব করে তারাও ভাবুন ★ যারা অপরকে তুচ্ছ করেন ★ ভাই বোন থেকে, নিকটাত্মীয়দের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ★ অহংকারের স্বীকার হন, তারা ভাবুন ★ যারা অন্যের উপর জুলুম করেন ★ যারা ঘুষ খান ★ যারা প্রকাশ্য গোনাহ করেন ★ যারা গোপনে আল্লাহ পাকের নাফরমানি করেন সবাই ভাবুন, আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী, তিনি চাইলে গরীবকে ধনী করে দিবেন, ধনীকে গরীব করে দিবেন, অহংকারীর অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে দিবেন, দয়া করলে লক্ষ লক্ষ গুনাহগারকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবেন আর ন্যায়বিচার করলে বড় থেকে বড় নেককার কেঁপে উঠবে, তিনি মালিক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তার মুখাপেক্ষী, তাই আমাদের উচিত সদা সর্বদা আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতাকে ভয় করা।

হে আশেকানে রাসূল! আমরা আল্লাহ পাকের ৯৯টি আসমায়ে হুসনার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র ২টি আসমায়ে হুসনার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনেছি। একটু ভাবুন! এই পবিত্র আসমায়ে হুসনার মধ্যে ইলম ও হিকমতের কেমন অমুল্য মুক্তা লুকায়িত রয়েছে। যদি আমরা ৯৯ আসমায়ে হুসনা মুখস্ত করে নেই, সেগুলোর অর্থ বুঝি, সেগুলোর মারিফত অর্জন করার চেষ্টা করতে থাকি তবে কতইনা বরকত লাভ হবে? সুতরাং আমাদের উচিত যে, আমরা যেন আসমায়ে হুসনা মুখস্তও করি এবং সেগুলোর ইলমও শিখি। তবে এটা মনে রাখবেন যে, আল্লাহ পাকের আসমায়ে হুসনার মধ্যে আল্লাহ পাকের সত্তা ও সিফাতের বর্ননা রয়েছে আর সেটার সম্পর্ক আকীদার সাথে, সুতরাং কোন দক্ষ আশেকে রাসূল আলিমে দ্বীনের খেদমতে গিয়ে আসমায়ে হুসনা শিখা উচিত। নিজের বিবেক থেকে শিখা, শুনা কথার উপর চলা ভয়ানক হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমে দ্বীনের নূর দান করুন এবং আমল করার তৌফিকও দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৪৮ এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! ফয়যানে দোয়া দ্বারা মালামাল হতে, দোয়াতে একাগ্রতা ও ভাবাবেগ পেতে এবং দোয়ার আদব শিখা শিখানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে জেলি হালকার ১২ দ্বীনি কাজে অগ্রসর হয়ে অংশগ্রহণ করুন। দোয়ার আদব সমূহের মধ্যে একটা আদব হলো এটাও যে, পিতা মাতা ও মাশায়েখদের জন্য দোয়া করা, যেমন: "ফাযাইলে দোয়া" এর মধ্যে আ'লা হযরতের

www.dawateislami.net

পিতা হযরত মাওলানা নক্বী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পাশাপাশি পিতামাতা ও মাশায়েখদের জন্যও অবশ্যই দোয়া করুন, পিতা মাতা জাহেরী হায়াতের মূল। **(ফাযাইলে দোয়া, পৃঃ ৮৯)** শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত ৭২ নেক আমল সমূহের মধ্যে একটি নেক আমল ৪৮ নম্বর হলো, আজকে কি আপনি পিতা মাতা এবং পীর ও মুর্শিদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া ও কিছুনা কিছু ঈসালে সাওয়াব করেছেন? (একবার দরূদ শরীফ পাঠ করেও ঈসালে সাওয়াব করা যায়)। এই নেক আমলের বরকতে আমরা প্রতিদিন নিজের বাবা মা ও বুযুর্গদের জন্য দোয়া করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সুতরাং নেক আমলের উপর আমল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, এর বরকতে দ্বীন ও দুনিয়ার অঢেল বরকত অর্জন হবে।

উকিলদের সাথে যোগাযোগ বিভাগ

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! উকালতি আমাদের সমাজে এক গুরুত্বপূর্ন বিভাগ। আশেকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী যেখানে ৮০ টিরও অধিক বিভাগে দ্বীন ইসলামের বার্তাকে ব্যাপক করছে। উকালতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যাক্তির সংশোধনের জন্য “মজলিশে উকালা ও জাজেজ ” এর মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতও প্রসার করছে। আর তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে এই দ্বীনি উদ্দেশ্য “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله” অনুসারে জীবন অতিবাহিত করতে এবং আখিরাতের চিন্তা করার দ্বীনি মানসিকতা তৈরী করছে।

www.dawateislami.net

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুন্নাত ও মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! বয়ানকে শেষের দিকে নিয়ে গিয়ে আসুন! কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী লক্ষ্য করুন (১) ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক এই বিষয়টি পছন্দ করেন যে, বান্দা প্রতিটি গ্রাসে এবং প্রতিটি ঢোকে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। **(মুসলিম, পৃঃ ১১২২, হাদীস: ৬৯৩২)** (২) ইরশাদ করেন: তোমাদের উচিত যে, জিহবা যিকির দ্বারা আর অন্তর কৃতজ্ঞতা দ্বারা সতেজ রাখা। **(শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১৯, হাদীস: ৫৯০)** ✸ কৃতজ্ঞতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। **(শুকর কি ফাযাইল, পৃঃ ১২)** ✸ আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ওয়াজিব। **(খাযাইনুল ইরফান, পারা ২, বাকারা, আয়াত: ১৭২)** ✸ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার সামর্থ্য মহান সৌভাগ্য। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** ✸ কৃতজ্ঞতার মধ্যে নেয়ামত সমূহের হিফাজত রয়েছে। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** ✸ নেয়ামত সমূহ বৃদ্ধির কারণ একমাত্র কৃতজ্ঞতা। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** কৃতজ্ঞতা আল্লাহ ওয়ালাদের অভ্যাস। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** ✸ কৃতজ্ঞতা গোনাহ মোচন করে। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** ✸ কৃতজ্ঞতা হলো মারিফতে নেয়ামত। **(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২)** নেয়ামত পাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মাধ্যমে বান্দা আজাব থেকে নিরাপদ থাকে। **(সীরাতুল জিনান, ৪/৪০৬)**

ঘোষণা

কৃতজ্ঞতার অবশিষ্ট সুন্নাত ও মাদানী ফুল শেখা শেখানোর হালকায় বর্ণনা করা হবে। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য শেখা শেখানোর হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net